তারিখ ...2 4 OCT 2002 ...
পৃষ্ঠা - ৪ ... কলাম - ৬

যুগান্তর

অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ শুধু মেয়েদের জন্য কেন?

বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক নারী। অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, 'নারীরা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।' তাদেরও আছে পুরুষের মতো সমান অধিকার ভোগ করার অধিকার। কিন্তু বর্তমানে নারী উন্নয়নের নামে ছেলেদেরকে বিভিন্ন সুবিধা থেকে কিছুটা বঞ্চিত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে নারী শিক্ষা বিস্তারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা দেয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি ভাল উদ্যোগ। কিন্তু এ সুযোগ শুধু মেয়েদের জন্য কেন? ছেলে শিক্ষার্থীরা কেন এ সুযোগ পাবে না? তাদেরকে কেন এ সুযোগ দানের মাধ্যমে লেখাপড়ার প্রতি উৎসাহিত করা হবে না? এ কথা সত্য যে, একটি জাতির উন্নতি ও অবনতি বহুলাংশে নির্ভর করে যুবসমাজের ওপর। বর্তমানে দেশের ১ নম্বর সমস্যা হচ্ছে সন্ত্রাস। আর এই সন্ত্রাসের অধিকাংশই ঘটাচ্ছে বখে যাওয়া কিছু যুবক। যাদের বেশির ভাগই স্বল্প শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত। যারা অল্প বয়সেই অর্থাভাবে অথবা লেখাপড়া থেকে আগ্রহ হারিয়ে বেকার জীবন গ্রহণ করেছে এবং পরে সন্ত্রাসী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সুতরাং এদেরকে যদি লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী করে সুশিক্ষিত হিসেবে গড়ে তোলা যায় তাহলে জাতি সন্ত্রাসের এই করাল ছোবল থেকে অনেকাংশে মুক্তি পাবে বলে আমার বিশ্বাস। তাই মেয়ে শিক্ষার্থীদের শুধু নয় ছেলে শিক্ষার্থীদেরও সমান সুযোগ দেয়া উচিত।

মোঃ মামুনউদ্দিন ভূঁইয়া
বিবিএ, অনার্স, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, উত্তরা, ঢাকা